ভক্তিরস

রস। ভক্তিরস-শব্দের মধ্যে রস-শব্দের অর্থ আস্বাদ্য বস্তু—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। কিন্তু কেবল আস্বাদ্য-বস্তু মাত্রকেই রসশাস্ত্রে রস বলা হয় না। কোনও একটী আস্বাদ্য-বস্তু যদি অনুকূল অন্য কতকগুলি বস্তুর সংযোগে পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে আস্বাদ্য হইয়া উঠে এবং তখন তাহার আস্বাদনে যদি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে, তাহা হইলেই বলা হয়, উক্ত বস্তুটী অনুকূল-বস্তুগুলির যোগে রসরূপে পরিণত হইয়াছে।

চমৎকারিতা। চমৎকারিতা কাহাকে বলে? আমরা যদি অনেকগুলি সুন্দর বস্তু দেখি, তাহাদের মধ্যে কোনও একটী বস্তুর সৌন্দর্য্য যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব হয়, তাহা হইলে তাহার দর্শনজনিত আনন্দে চিত্তের এমনই একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা জন্মে, যাহার ফলে চক্ষুর্দ্বয় আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন বিস্ফারিত হইয়া উঠে; চিত্তের আনন্দজনিত যে অবস্থার দরুণ চক্ষুর এই স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই চমৎকারিতা বলা যায়; বস্তুতঃ আনন্দজনিত চিত্তের স্ফারতাই চক্ষুতে অভিব্যক্ত হয়। তাহা হইলে বুঝা গেল, কোনও এক অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় সুখের অনুভবে চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাই চমৎকারিতা।

কতকগুলি অনুকূল বস্তুর সংযোগে কোনও বস্তুর আস্বাদনে যদি এমন একটী আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে, যাহার ফলে সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হয়, অন্য সমস্ত ব্যাপারেই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যদি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাময় সুখকে রস বলে। "বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৫॥"

রসের সার। চমৎকারিতাই রসের সার—চমৎকারিতা না থাকিলে রস, রস বলিয়াই পরিগণিত হয় না। সর্ব্বত্রই চমৎকারিতা সাররূপে পরিগণিত হওয়ায় সকল রসই অদ্ভুত হইয়া থাকে। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতোরসঃ॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৭॥"

দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু—ইহার নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে; তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধ্যাদি বশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়।

এইরূপে, অন্য বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ, ভক্তিও অন্যবস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

ভক্তি স্বতঃ আস্বাদ্য। কিরূপে রসে পরিণত হয়। ভক্তি স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং ভক্তির নিজেরও একটা স্বাদ আছে; আনন্দস্বরূপ বলিয়া ভক্তি নিজেই আনন্দদান করিতে পারে এবং জীব বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও—আনন্দ-স্বরূপা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ, জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি, এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকেই ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতির এবং স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যাভিচারী ভাব মিলিত হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই

কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে। "রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ-র্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥—ভ, র, সি, ২।১।৬-৭।" অনুভব-পথ-গত কৃষ্ণাদি-বিভাবদ্বারা আনন্দরূপা রতি রস্যতা লাভ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী শ্লোকে বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। "অথাস্যাঃ কেশব-রতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥ বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥—ভ, র, সি, ২।১।১-২॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দুইটী ঐ শ্লোকেরই অনুবাদতুল্যঃ—"প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব রস হয়, মিলি এই চারি॥ মধ্য ২৩।" স্থূলার্থ এই যে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যাভিচারীভাব, এই চারিটী সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণভক্তি বা স্থায়ীভাব রসরূপে পরিণত হয়। এস্থলে পাঁচটী নূতন কথা পাওয়া গেল—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাব; আর স্থায়ীভাব। প্রথমোক্ত চারিটী বস্তুর মিলনে শেষোক্তটী রসে পরিণত হয়। কিন্তু এই পাঁচটী বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে বিষয়টী বুঝা যাইবেনা; তাই এস্থানে এই পাঁচটী বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বিভাব। "বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ। ভ, র, ২।১।৬।" যাহা দ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি ভাবের আস্বাদন করা করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই রকম, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন; আর ভক্তগণেই ঐ ভক্তি থাকে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণই আশ্রয়ালম্বন। যাহা দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে উদ্দীপন-বিভাব; আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ-ভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। এজন্য ঐ সকলকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। ময়ুর-পুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি হয়, তবে ময়ুর-পুচ্ছই উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব। যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে, উদ্ভাস্বরও বলে। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥ ভ, র, সি, ২।২।১॥" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে নৃত্য, বিলুণ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি), গান, উচ্চরব, গাত্রমোটন,হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কাদি—এসমস্তই অনুভাব। কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে এই সমস্ত অনুভাব সকল সময়ে আপনা-আপনিই প্রকটিত হয় না; ভক্ত ইচ্ছা করিলে এসমস্তকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারেন।

স্বাত্ত্বিকভাব। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অথবা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব-সমূহকে সাত্ত্বিকভাব বলে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভাব-সমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে আপনা-আপনিই বাহিরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলে। "কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবা স্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ভ, র, সি, ২।২।১-২॥" সাত্ত্বিকভাব আট রকমের—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। ইহা মনের একটী অবস্থা-বিশেষ; ইহাদ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হয় এবং তাহার প্রভাবে বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারও স্তম্ভিত হয়। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হওয়ায় শূন্যতাদি প্রকাশ পায়। আর বাক্-পাণি-আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হওয়ায় বাগ্‌রাহিত্যাদি প্রকাশ পায়। সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় দেহ যেন জড়তা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, মনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়।

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি জনিত শরীরের আর্দ্রতাকে স্বেদ (ঘর্ম্ম) বলে।

আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি বশতঃ দেহের রোম সকল উন্নত হইয়া উঠিলে তাহাকে রোমাঞ্চ বলে।

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে **স্বরভেদ** হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে; গদ্‌গদ বাক্য হয়।

ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে **কম্প** বা বেপথু বলে।

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণ-বিকারের নাম **বৈবর্ণ্য**। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি জন্মিয়া থাকে।

হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি বশতঃ নেত্রে যে জলোদ্‌গম হয়, তাহাকে **অশ্রু** বলে। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। সকল প্রকারের অশ্রুতেই চক্ষুর ক্ষোভ (চাঞ্চল্য), রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে। নাসিকাস্রাবও ইহার অঙ্গ-বিশেষ।

স্তম্ভ ও প্রলয়ের পার্থক্য। সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম **প্রলয়** বা মূর্চ্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চেষ্টাশূন্যতাদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের এবং জ্ঞানশূন্যতা দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়; স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিকভাবেও এই দুই রকমের ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারই স্তম্ভিত হয়। স্তম্ভে ও প্রলয়ে পার্থক্য কেবল মনের ব্যাপারে। স্তম্ভে মনের ব্যাপার স্তম্ভিত হয় না; কিন্তু প্রলয়ে মন বিষয়ালম্বনে লীন হইয়া যায় বলিয়া মনের ব্যাপারও থাকে না।

সাত্ত্বিকের ক্রিয়া অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের উপর। অষ্টসাত্ত্বিকের বিবরণে যে হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, বিষাদাদির কথা বলা হইল, তৎসমুদয় যদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাব বতীত অন্য কোনও ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তজ্জনিত অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক-ভাব বলা হইবে না। সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাবই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়ের উপরে ক্রিয়া করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্তম্ভে ও প্রলয়ে অন্তরিন্দ্রিয় স্তম্ভিত হইলে তাহার ফলে বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও স্তম্ভিত হয়; অশ্রুতে মন প্রেমার্দ্রীভূত হইলে চক্ষুও আর্দ্র হয়; কম্পে প্রেম-প্রভাবে মন কম্পিত হইলে সেই কম্পন স্থূলরূপে দেহেও পরিস্ফুট হয়; এইরূপ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধেই।

অনুভাব ও অষ্টসাত্ত্বিকে পার্থক্য। তাহার হেতু। অষ্টসাত্ত্বিক যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহারাও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবের বহির্বিকাশ মাত্র; অনুভাবও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবের বহির্বিকাশ মাত্র। সুতরাং অষ্টসাত্ত্বিককে অনুভাবও বলা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা না বলিয়া একটা বিশেষ পার্থক্য জ্ঞাপনের নিমিত্তই অনুভাব ও অষ্ট-সাত্ত্বিককে পৃথক্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পার্থক্যটী এই—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাব দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে বাহিরে যে সমস্ত বিকার প্রকাশ পায়, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বিকার আছে, যাহারা ভক্তের ইচ্ছাব্যতীতই স্বতঃই স্ফুরিত হয়; ভক্ত ইচ্ছা করিলেও এই সমস্ত বিকারকে গোপন করিতে পারেন না; এই বিকারগুলিকে বলা হইয়াছে সাত্ত্বিক-ভাব—স্তম্ভাদি। আর এমন কতকগুলি বিকার আছে, যাহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়—যেমন নৃত্যাদি; ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদির ইচ্ছাকে দমন করিতে পারেন (নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ স্তম্ভাদীনান্তু স্বতএব প্রবৃত্তিঃ—শ্রীজীবগোস্বামী)। ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারার এবং স্তম্ভাদিকে দমন করিতে না পারার হেতু এই যে,—অনুভাবাখ্য বিকার-সমূহ ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয়কে যে ভাবে বিক্ষুব্ধ করে, বহিরিন্দ্রিয়কে তত প্রচুররূপে বিক্ষুব্ধ করে না; ভাবের প্রভাবে মন যেরূপ নৃত্য করিতে থাকে, দেহ সেরূপ করে না; দেহের নৃত্য-প্রয়াস মৃদু; তাই ভক্ত ইচ্ছা করিলে দেহকে নৃত্য না করাইয়াও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু অষ্টসাত্ত্বিক অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়—এই উভয়-বিধ ইন্দ্রিয়ের উপরই স্বীয় প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিস্তার করিয়া থাকে—মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহকে কম্পিত, আর্দ্র ইত্যাদি করিয়া থাকে; ভক্ত নিজের চেষ্টায় এই ভাবের বিক্রমকে সাধারণতঃ পরাভূত করিতে পারেন না (অতঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতো র্বহিরন্তশ্চ স্ফুটমুচ্চৈ র্বিক্ষোভ-বিধায়িত্বাদিতুদ্ভাস্বরেষু তু ন তাদৃশম্—শ্রীজীবগোস্বামী। উদ্ভাস্বর—অনুভাব)।

অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব এতদুভয়ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবের বহির্ব্বিকার বলিয়া সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে; তাই কখনও কখনও সাত্ত্বিক-ভাবকে সাত্ত্বিক-অনুভাব এবং অনুভাবাখ্য বিকারগুলিকে উদ্ভাস্বর-অনুভাব বলা হয়।

ব্যভিচারী ভাব। বি-পূর্ব্বক অভি-পূর্ব্বক চর্ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় যোগে "ব্যভিচারী" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বি-অর্থ—বিশেষরূপে; অভি অর্থ—আভিমুখ্যে; চর-ধাতুর অর্থ—গতি, সঞ্চরণ। তাহা হইলে ব্যভিচারী শব্দের অর্থ হইল—(স্থায়িভাবের) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে যে। যে ভাব স্থায়িভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাকে ব্যভিচারি ভাব বলে। "বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। ভ, র, সি, ২।৩।১।" ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবকে সঞ্চারি-ভাবও বলে। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপিতে॥ ভ, র, সি, ২।৩।১।" বাক্য, ভ্রূ-নেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাবসমূহ দ্বারা ব্যভিচারি-ভাবসমূহ প্রকাশিত হয়।

ব্যভিচারি-ভাব তেত্রিশটী:—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

স্থায়িভাব। কৃষ্ণরতিই স্থায়িভাব। "সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে বীজ, ইক্ষু রস, গুড়, খণ্ড সার। শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥ এ সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়িভাব। মধ্য। ১৯।" ইক্ষুরস পুনঃ পুনঃ পাকে গাঢ়তা লাভ করিয়া যেমন যথাক্রমে গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা, মিশ্রি ও উত্তম মিশ্রিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে যথাক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। একই কৃষ্ণরতির এই বিভিন্ন অবস্থারূপ প্রেম-স্নেহাদিকেই কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব বলে; সুতরাং স্থায়িভাবও স্বরূপতঃ কৃষ্ণরতিই। "স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।২॥" প্রেম-স্নেহাদি স্থায়িভাবই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত মিলিত হইলে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। "প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ মধ্য ২৩॥" তাহা হইলে বুঝা গেল—বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া যে বস্তুটী যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহাই সেই রসের স্থায়ী ভাব, তাহা সেই রসে নিত্য-বিরাজমান এবং তাহাই সেই রসের ভিত্তি বা মূল উপাদান।

শান্তাদি-রতি-ভেদ। একই দীপের অলোকরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলে যেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বহির্গত হয়, তদ্রূপ একই কৃষ্ণরতি বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনের গুণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এইরূপে "ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর। বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এ পঞ্চবিভেদ। মধ্য ১৯।" শান্তভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে শান্তরতি; দাস্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে দাস্যরতি; সখ্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে সখ্যরতি; বাৎসল্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে সখ্যরতি এবং মধুরভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে মধুর-রতি বা কান্তারতি।

পঞ্চ মুখ্যা রতি। শান্তাদি পাঁচটী রতিকেই মুখ্যা রতি বলে। মুখ্যা রতি স্বার্থা ও পরার্থাভেদে দুই রকমের; অবিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা যাহা আপনাকে স্পষ্টরূপে পোষণ করে এবং বিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাকে স্বার্থা রতি বলে; আর যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে প্রকটিত করে, তাহাকে পরার্থা রতি বলে।

সপ্তগৌণীরতি। পঁচটী মুখ্যারতি ব্যতীত সাতটী গৌণী রতিও আছে—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা বা নিন্দা। ইহারা স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষময়ী স্বার্থারতি নহে; ইহারা সঙ্কোচময়ী পরার্থা রতি দ্বারা প্রকাশিত হয়; এবং সঙ্কোচময়ী পরার্থা রতি যখন হাস্যকে প্রকাশ করে, তখন সেই হাস্যোত্তরা পরার্থা-রতিকেই হাস্যরতি বলা হয়। এইরূপে বিস্ময়োত্তরা পরার্থাকে বিস্ময়-রতি বলে, ইত্যাদি। কৃষ্ণসম্বন্ধিনী চেষ্টাদ্বারাই হাস্যাদির উদ্ভব না হইলে রস হইবে না। এই সাতটী সাময়িকী রতি, ইহাদের ধারাবাহিক স্থায়িত্ব নাই।

শান্তাদি-রতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে :—

শান্তরতি। শান্ত-রতির গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণবিনা অন্য কামনা ত্যাগ ; কিন্তু শান্ত-ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি নাই ; শ্রীকৃষ্ণে তাহার কেবল পরমাত্মা-জ্ঞান। শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দাস্যরতি। দাস্যরতির গুণ সেবা ; দাস্য-ভক্তের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সেবা আছে। দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরববুদ্ধি আছে ; "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার কৃপার পাত্র",—ইহাই দাস্যভক্তের ভাব। দাস্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সখ্যরতি। সখ্য-রতির গুণ সম্ভ্রমশূন্যতা বা গৌরব-শূন্যতা ; শ্রীকৃষ্ণের সখারাই এই রতির পাত্র ; শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান সখাদের নাই ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমানই মনে করেন ; এইরূপ তুল্যতা-জ্ঞানের হেতু—শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য। এই রসে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা আছে ; শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহেতু তাঁহার প্রীতির জন্য সেবা আছে ; তবে এই সেবা দাস্যরসের সেবার মত গৌরব-বুদ্ধিতে নহে, পরন্তু মমতাধিক্যবশতঃ তুল্যতা-বুদ্ধিতে। কোনও সখা বনে কোনও একটী ফল মুখে দিয়া যখন দেখেন, ফলটী অতি মিষ্ট, তখনই তিনি তাহা সখা শ্রীকৃষ্ণকে না দিয়া থাকিতে পারেন না ; তাই তিনি অতি প্রীতির সহিত ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই সখা-কানাইয়ের মুখে দিয়া বলেন—"ভাই কানাই, এই ফলটি খা, অতি মিষ্ট"। দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি থাকিলে উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে বড় প্রীত হন ; তিনি বলিয়াছেন, "যে আমাকে ছোট মনে করে, অন্ততঃ সমান মনে করে, কখনও বড় মনে করে না, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন।" সখ্যরতি বিশ্বাসভাবময়। সুবলাদি-সখাবর্গ এই রতির আশ্রয়। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বাৎসল্য রতি। বাৎসল্য-রতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের বা আশীর্ব্বাদের পাত্র মনে করেন। যেমন নন্দ-যশোদাদি। প্রীতি ও মমতার আধিক্যবশতঃই এইরূপ ভাব। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভৎর্সন-আদিও করিয়া থাকেন। সখ্যরতি হইতে বাৎসল্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরতিতে প্রীতিতে বিশ্বাস থাকা চাই—অর্থাৎ "আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান সমান ভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেছি, তাঁহার কাঁধে চড়িতেছি—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, কখনও অসন্তুষ্ট হন না"—এইরূপ বিশ্বাস সখাদের আছে ; ইহাই বিশ্বাস-ভাবময়ী সখ্যরতি। যখনই এই বিশ্বাসের অভাব হইবে, তখনই সখ্যরতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাৎসল্য-রতিতে, এইরূপ ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইবেন, কি রুষ্ট হইবেন, এই বিচারই মনে স্থান পায় না। "শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য ইহা করা দরকার, তাই আমাকে ইহা করিতে হইবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্টই হউক বা রুষ্টই হউক। কৃষ্ণ ত অবোধ বালক, সে তাহার ভাল মন্দ কি বুঝে ? কিসে তাহার ভাল হইবে, কিসে তাহার মন্দ হইবে, আমি তাহা বুঝি—আমি তাহা জানি। যাতে তাহার ভাল হইবে, আমি তাহা করিবই।" ইহাই বাৎসল্য-রতির ভাব। এই রসে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্যজ্ঞান এবং আপনাকে লালক-জ্ঞান। বাৎসল্য-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মধুর-রতি। অঙ্গ-সঙ্গ-দানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতি-সম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গই এই রতির আশ্রয়। মধুর-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

হাস্য। বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা। কৃষ্ণ-সম্বন্ধি চেষ্টা-জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়।

অদ্ভুত। অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে, তাহাকে বিস্ময় বলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অলৌকিক-বিষয়াদি জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে, বিস্ময়রতি বলিয়া কথিত হয়।

বীর। যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেইরূপ যুদ্ধাদি কার্য্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি যুদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ, শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহরতি বলিয়া কথিত হয়। উৎসাহ-রতিই বীর-রতি।

শোক। ইষ্টবিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি শোক, শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে শোক-রতি বলিয়া কথিত হয়।

ক্রোধ। প্রাতিকুল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি প্রাতিকুল্যাদি-জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়।

জুগুপ্সা। অহৃদ্য বস্তুর অনুভব-জনিত চিত্ত-নিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে।

ভয়। পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়রতি বলে।

পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণ রস। উক্ত পাঁচটী মুখ্য রতি বিভাবাদি-যোগে পাঁচটী রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য-রস এবং মধুর-রস বা কান্তারস। এই পাঁচটীকে মুখ্য ভক্তিরস বলে। শান্তাদি রতিই শান্তাদি-রসের স্থায়ী ভাব।

আবার হাস্যাদি সাতটী গৌণী রতিও বিভাবাদি-যোগে সাতটী রসে পরিণত হয়—হাস্যরস, অদ্ভুতরস (বিস্ময়-জাত), বীররস (উৎসাহ-জাত), করুণরস (শোকরতি-জাত), রৌদ্ররস (ক্রোধরতি-জাত), বীভৎস-রস (জুগুপ্সারতি-জাত), ভয়ানক রস (ভয়রতি-জাত)। শান্তাদি পঞ্চবিধ-ভক্তের চিত্তেই এই সাতটী রস কোনও কারণ উপস্থিত হইলে, যথাযোগ্যভাবে আগন্তুকরূপে উপস্থিত হয়, কারণের অন্তর্ধান হইলে আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু শান্তাদি-মুখ্যরসগুলি সর্ব্বদাই ভক্তের মনে বিদ্যমান থাকে। "পঞ্চরস-স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে॥ মধ্য ১৯॥"

কোন্ রতির সহিত কোন্ বিভাবাদি মিলিত হইলে কোন্ রস উৎপন্ন হয়, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

শান্তরস। শান্তরসে শান্তরতি স্থায়িভাব। নবযোগেন্দ্রাদি এবং সনকাদি আশ্রয়-আলম্বন, চতুর্ভুজ স্বরূপ বিষয়ালম্বন। মহোপনিষদাদি-শ্রবণ, নির্জ্জনস্থান-সেবন, চিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, জ্ঞান-শক্তির প্রধানতা, বিশ্বরূপদর্শন, জ্ঞানি-ভক্তের সংসর্গাদি—উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি-নিক্ষেপ, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, হরিদ্বেষীর প্রতিও দ্বেষরাহিত্য, সংসার-ধ্বংস ও জীবন্মুক্তি আদির প্রতি আদর, নির্ম্মমতা, মৌনতাদি—অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি—সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্কাদি—সঞ্চারিভাব।

দাস্যরস। দাস্যরসে দাস্যরতি স্থায়িভাব। ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি আশ্রয়-আলম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন; মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সস্মিত দৃষ্টি, গুণোৎকর্ষ-শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ, অঙ্গ-সৌরভাদি—উদ্দীপন। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি—এসমস্ত ব্যভিচারি ভাব। ভগবদাজ্ঞার প্রতিপালন, ভগবৎ-পরিচর্য্যায় ঈর্ষ্যা-শূন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতাদি—অনুভাব।

সখ্যরস। সখ্যরসে সখ্যরতি স্থায়িভাব। সুবল-মধুমঙ্গলাদি আশ্রয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। হরিসম্বন্ধীয় বয়স, রূপ, বেণু, শঙ্খাদি—উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, স্কন্ধারোহণ, স্কন্ধে বহন, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া, একত্র শয়ন, উপবেশনাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব। উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারি ভাব।

বাৎসল্যরস। বাৎসল্যরসে বাৎসল্য-রতি স্থায়িভাব। শ্রীনন্দ-যশোদাদি আশ্রয়ালম্বন; প্রভাবশূন্য এবং অনুগ্রহ-পাত্ররূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, বাল্যচাঞ্চল্য, মধুরবাক্য, মন্দহাস্য,

ক্রীড়া প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, হিতোপদেশাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি আটটী এবং স্তন-দুগ্ধস্রাব একটী—এই নয়টী বাৎসল্যের সাত্ত্বিক ভাব। অপস্মার এবং দাস্যরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব।

মধুর-রস। মধুর-রসে মধুর-রতি বা কান্তারতি স্থায়িভাব। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ আশ্রয়ালম্বন; অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় এবং লীলারস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মুরলী-রবাদি উদ্দীপন। নয়নপ্রান্তে নিরীক্ষণ, হাস্যাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতা ব্যতীত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব।

বাৎসল্য-রসের দৃষ্টান্ত। সমস্ত রসের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই। বিভাব-অনুভাবাদির যোগে কৃষ্ণরতি কিরূপে আনন্দ-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, বাৎসল্যরসের একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যশোদামাতার বাৎসল্যরতি। তাঁহার অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র, লাল্য এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভরশীল, তাঁহার কৃপার পাত্র। এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াই যশোদা-মাতা একটা আনন্দ পায়েন—ইহা বাৎসল্য-রতির স্বরূপগত আনন্দ। মনে করুন, যশোদা-মাতা একদিন বসিয়া বসিয়া তাঁহার গোপালের জন্য নবনীত সাজাইয়া রাখিতেছেন, আর গোপালের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় দূরে কৃষ্ণের মুখের "মা মা" শব্দ শুনিতে পাইলেন, সেই দিকে নয়ন ফিরাইতেই দেখিলেন—কৃষ্ণ তাঁহারই দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছেন। অমনি মাতার বাৎসল্য-সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল (মা-মাশব্দ এবং চঞ্চল চরণে দ্রুত ধাবন এস্থলে উদ্দীপন), তাঁহার স্তন-যুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল (সাত্ত্বিক ভাব); মা উঠিয়া গিয়া দুই বাহুতে গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে বসাইলেন, তাঁহার মুখে চুম্বনাদি করিলেন এবং স্তনপান করাইতে করাইতে গোপালের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন (অনুভাব), মায়ের নেত্রে অশ্রু, অঙ্গে রোমাঞ্চাদি (সাত্ত্বিক ভাব) দেখা দিল, আনন্দের আবেশে তাঁহার দেহ যেন জড়িমাগ্রস্ত হইতে লাগিল।

এস্থলে আশ্রয়ালম্বন যশোদা-মাতার হৃদয়স্থিত বাৎসল্য-রতি গোপালের "মা-মা"-শব্দ এবং তাঁহারই দিকে দ্রুত ধাবনাদি উদ্দীপন-প্রভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল; গোপালকে কোলে লওয়াতে (বিষয়ালম্বনের যোগ হওয়ায়), তরঙ্গায়িত বাৎসল্য-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিল, সেই প্রবল-তরঙ্গ-তাড়নে মাতা গোপালকে চুম্বন ও লালনাদি করিতে লাগিলেন (অনুভাবের যোগ হইল), যতই চুম্বনাদি করেন, তরঙ্গের বেগ যেন ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহার প্রভাবে মাতার নয়নে আনন্দাশ্রু, দেহে রোমাঞ্চাদি (সাত্ত্বিক ভাব) প্রকাশিত হইল, আনন্দ-চমৎকারিতার প্রাবল্যে মাতার দেহ যেন অবশ হইয়া পড়িল (জড়তা-নামক ব্যভিচারি-ভাবের যোগ)। এইরূপে কেবল বাৎসল্য-রতির স্বরূপানন্দ উপভোগে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উদ্দীপনাদির যোগে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ আনন্দ এবং আনন্দাস্বাদন-চমৎকারিতা যশোদা-মাতা অনুভব করিতে লাগিলেন; ইহাতেই বাৎসল্য-রতির রসত্ব প্রতিপাদিত হইল।

হাস্যরসের দৃষ্টান্ত। গৌণ-রসেরও একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে—হাস্য-রসের। একদা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযুক্ত জীর্ণ-শীর্ণাকৃতি এক মুনি নন্দালয়ে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; বালক কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া যশোদা-মাতাকে বলিলেন—"মা, আমি ঐ জীর্ণ-শীর্ণাকৃতি লোকটীর নিকটে যাব না; গেলে লোকটী আমাকে তাহার ঝোলার ভিতরে পুরিয়া রাখিবে।" এইরূপ বলিয়া শিশু কৃষ্ণ চকিত-নয়নে একবার মুনির দিকে, একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। দেখিয়া মুনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—হাসিয়া ফেলিলেন। এস্থলে মুনি এবং কৃষ্ণ হইলেন আলম্বন; মুনির বেশ-ভূষা, কৃষ্ণের বাক্য ও আচরণাদি—উদ্দীপন। কৃষ্ণের আচরণ-দর্শনে হর্ষ—ব্যভিচারী ভাব। এই সমস্তের সমবায়ে মুনির কৃষ্ণরতি তরঙ্গায়িত হইয়াও স্বয়ং সঙ্কুচিত থাকিয়া হাস্যকে প্রকাশ করিল। হাস্যোত্তরা কৃষ্ণরতিও মুনিকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করাইয়াছিল।

সমস্ত রসেরই আবার অনেক বৈচিত্রী আছে ; যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, প্রীতি-সন্দর্ভ, অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিবেন।

ভক্তই ভক্তিরসের আস্বাদক। যাহা হউক, ভক্তিরসের আস্বাদন-বিষয়ে যোগ্যতা সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥ মধ্য।২৩॥" ভক্তিরস ভক্তগণেরই আস্বাদনীয়, অভক্ত ইহার আস্বাদন গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহাদের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাব-ভাবিত-স্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ। ভ, র, সি, ২।১।১৪২॥" কৃষ্ণভক্ত দুই রকমের—সাধক ও সিদ্ধ। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু বলেন—"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহাদিগকে সাধক ভক্ত বলে। শ্রীবিল্বমঙ্গলতুল্য ভক্ত-সকলই সাধক ভক্ত।২।১।১৪৪॥ আর যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত। ১।২।১৪৬॥"

আস্বাদকের আলম্বনত্ব দরকার। উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা গেল—যাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে জাতরতি, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষরূপা কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্য যাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলা যায়; তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষরূপ ভক্তিরস আস্বাদনে সমর্থ। আর যাঁহাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ মলিনতা আছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের (সুতরাং ভক্তির) আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে নাই, তাঁহাদিগের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব অসম্ভব; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে ভক্তিরস আস্বাদিত হইতে পারে না। ইহার হেতুও আছে; যিনি ভক্তিরস আস্বাদন করিবেন, তাঁহার আলম্বনত্ব থাকা চাই—তাঁহাকে কৃষ্ণরতির আশ্রয়-আলম্বন হইতে হইবে; অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে ভক্তি-জিনিসটী থাকা চাই; তাহা না থাকিলে তিনি কি আস্বাদন করিবেন? কিন্তু যিনি অন্ততঃ জাতরতি নহেন, তাঁহার আলম্বনত্ব হইতে পারে না, সুতরাং রসাস্বাদনেও তাঁহার যোগ্যতা থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, প্রাকৃত-চিত্তে অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তের চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময় হইয়া যায়, তখনই চিন্ময়-ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব হয়। অভক্তের চিত্ত তদ্রূপ হয় না বলিয়া তাহার পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন (২।১।৪)—"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥ জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥ ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥ কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥—ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদের দোষ বিদূরিত হইয়াছে; সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য) এবং (শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য বলিয়া সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন, সুতরাং) উজ্জ্বল; যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে অথবা ভক্তিসম্পদ্‌যুক্ত ভক্তে অনুরক্ত এবং রসজ্ঞ-ভক্তসঙ্গে-রঙ্গী, শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পত্তিই যাঁহাদের জীবনীভূত, যাঁহারা কেবল প্রেমান্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করেন; এইরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা) সমুজ্জ্বলা আনন্দরূপা যে রতি বিরাজিতা আছে, সেই রতি অনুভব-পথগত-কৃষ্ণাদি-বিভাব-সমূহের দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

কাহার কাহার চিত্তে ভক্তিরসটী আস্বাদনীয় হইতে পারে, তাহা বলিতে গিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—'ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং……ভক্তানাং হৃদি……—ভক্তের হৃদয়েই ভক্তিরসটী আস্বাদনীয়। কিরূপ ভক্তের? ভক্তি-নির্ধূত-দোষাণাং—সাধন-ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, এরূপ ভক্তের হৃদয়ই আনন্দাস্বাদনের যোগ্য। মলিনতা দূর হইলে চিত্তটীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাও বলিয়াছেন—'প্রসন্নোজ্জ্বল-চেতসাম্'—চিত্ত প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল হইবে। টীকাকার-শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নির্ধূতদোষত্বাদেব

প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাবির্ভাব-যোগ্যত্বং ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্নত্বম্।'—সাধন-ভক্তির প্রভাবে অনর্থাদি সমস্ত দোষ নিঃশেষরূপে দূরীভূত হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হইবে; প্রসন্ন হইলেই ঐ চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষের আবির্ভাব সম্ভব হইবে। আর শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষের আবির্ভাব হইলেই চিত্ত উজ্জ্বল হইবে। ইহাই টীকার মর্ম্ম। বিষয়টী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন থাকে কখন? যখন কোনও বিষয়ে তৃপ্তির অভাব থাকে, তখনই চিত্ত অপ্রসন্ন থাকে। তৃপ্তির অভাবের মূল হইল বাসনার অপূরণ।

সুখ-বাসনার তৃপ্তির জন্য সংসারে আমরা মায়িক আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াই; কিন্তু মায়িক আনন্দে আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না; কারণ, মায়িক বস্তুই স্বরূপতঃ অনিত্য, আর জীবের আনন্দাকাঙ্ক্ষা নিত্য; এই নিত্য আকাঙ্ক্ষাটীও নিত্য কেবলানন্দের নিমিত্তই। চিত্তে মায়িক উপাধির আবরণ রহিয়াছে বলিয়া মায়িক আনন্দব্যতীত অন্য আনন্দের অনুসন্ধানও জীব সাধারণতঃ করিতে চায় না। তাই যতক্ষণ মায়িক আবরণ থাকিবে, ততক্ষণ মায়িক আনন্দের জন্য অনুসন্ধান থাকিবে, সুতরাং ততক্ষণই চিত্তে অপ্রসন্নতা থাকিবে। আর যে মুহূর্ত্তেই অপ্রসন্নতার মূল-হেতু ঐ মায়িক আবরণ দূরীভূত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই চিত্তে প্রসন্নতার আবির্ভাব হইবে; কারণ, জীব চিদ্বস্তু বলিয়া প্রসন্নতা তাহার চিত্তের স্বরূপগত-ধর্ম্ম। এইরূপে, চিত্তের মলিনতা নিঃশেষরূপে দূরীভূত হইলে এবং তাহার ফলে প্রসন্নতার আবির্ভাবে চিত্ত যখন স্বরূপে স্থিত হইবে, তখনই তাহাতে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষের আবির্ভাব সম্ভব হইবে; মেঘ সরিয়া গেলেই সূর্য্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। হ্লাদিনী-শক্তির সহিত জীবের যখন স্বরূপতঃ অনুকূল সম্বন্ধ আছে, তখন উভয়ের মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ বিজাতীয় মায়িক মলিনতাটী দূরীভূত হইলেই উভয়ের যোগ হইবে।

আস্বাদক ও আস্বাদ্য বস্তুর সংযোগ না হইলে আস্বাদন হয় না; জিহ্বার সহিত মধুর সংযোগ না হইলে মধুর মধুরত্ব অনুভূত হইতে পারে না; সুতরাং মধুরত্ব অনুভবের নিমিত্ত জিহ্বার স্বরূপ-অবস্থায় অবস্থিতি প্রয়োজন—অন্য বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকিলে সংযোগ সম্ভব হইবে না, সুতরাং আস্বাদনও হইবে না। মলিনতা দূর হইয়া গেলে চিত্তরূপ দর্পণ যখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে—হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ) রূপ সূর্য্যের কিরণে তখনই ঐ বিমল (প্রসন্ন) চিত্ত উদ্ভাসিত (উজ্জ্বল) হইবে। জীব তখনই ভক্তিরস-আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিবে।

উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে "শ্রীভাগবতরক্তানাং......অনুতিষ্ঠতাম্।"-পর্য্যন্ত শ্লোক-সমূহে চিত্তের এই অবস্থা লাভের উপযোগী সাধনের কথাই বলা হইয়াছে।

ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়তা কিসের দ্বারা হইতে পারে, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন।—"সংস্কারযুগ-লোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটী সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কার-যুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়। কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটী কি? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে।

ভক্তিরসটী আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্ম-সন্নিভাঃ॥—ধর্ম্মদত্ত।"

এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তি-বাসনা অপরিহার্য্যা; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিকী ভক্তি-বাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তি-বাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব-চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে; এজন্যই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী উভয়বিধ ভক্তি-বাসনাকেই ভক্তিরস আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ২।১।৩॥" ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ৪৪-৪৭ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।